দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

164

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ডিগ্রীতে ইংরেজী পঠন পাঠন প্রসঙ্গে

আমার লেখা "সংবাদ"-এ প্রকাশিত হলো ২৬শে ভাদ্র। ১০ই আশ্বিন এ লেখাকে কেন্দ্র করে বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় পাসের হারের তালিকা উপস্থাপন করতঃ চিঠিপত্র স্তম্ভে লিখেছেন, জনাব খায়রুল বাকের। তার লেখায় উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে "চির ইংরেজী বিহীন" বি,এস,সি/বি,কম (পাস) পরীক্ষায় ফলাফল এবং বি,এ (পাস) এর সাথে তুলনা। তিনি আরো লিখেছেন, বিজ্ঞান বিভাগের তুলনায় কলা ও বাণিজ্য বিভাগে এখনও ১০০ নম্বর বেশী। যাই হোক নম্বর বাড়ানো কমানো নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর। এ কারণেই তারা ডিভিশন বা পাস নম্বরের হার একই রেখেছেন। সেক্ষেত্রে নম্বরের তুলনা করা যথোপযুক্ত কি?

বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগে কিন্তু আবশ্যিক বাংলাও নেই। এটা হয়তো কর্তৃপক্ষ এই দু'বিভাগের বিশাল পাঠ্যসূচীর জন্য বাদ দিয়েছেন। কিন্তু, তারা কি সে জন্য পিছিয়ে নেই? এজন্য বি, এ (পাস) থেকে ইংরেজী বাদ দেয়াকে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর এতদিনের অবিচারের প্রতিকার বলতে পারি কি? এতে সহজেই বুঝা যায়, বি, কম/বি, এস-সি' দের এতদিন রাখা হয়েছিল "চির ইংরেজী বিহীন" আর এখন বি,এ (পাস)দেরকেও "চির ইংরেজী বিহীন" করার একটা সুকৌশল। যাতে করে দেশের উচ্চ-পর্যায়ের চাকরির ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করতে না পারেন। এরা যেন সবাই আন্তর্জাতিক ভাষায় থাকে অজ্ঞ। তাহলে, সরকারের পদস্থ কর্মচারী আর মন্ত্রীদের সন্তানেরা ইংরেজীর দাপটে পাবেন বড় বড় চাকরি। যেহেতু ইংরেজীতে অনার্স বা মাষ্টার্স ডিগ্রীর ব্যবস্থা ঠিকই রয়েছে।

দরিদ্র-শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা অবশ্যই অনার্স না পড়ে তারা যান ডিগ্রী (পাস কোর্স) পড়তে, যেন তারা অতি তাড়াতাড়ি একটা চাকরি পেয়ে অসহায় অভিভাবকদের কিছু দিতে পারেন। কিন্তু তাকেও বিসিএস দিতে হবে। কিন্তু বিসিএস-এ তো ইংরেজী বাধ্যতামূলক। আর ডিগ্রীতে ইংরেজী (ছিলই না) নাই। এখানেই আমাদের দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যের করুণ পরিহাস। তারা তখন হতাশায় ক্ষোভে কেরানী পদের জন্যও করেন হাজার হাজার আবেদন।

ডিগ্রীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু বি, সি,এস-এ বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সত্যি ইংরেজী শেখার পথে আগল দেননি। তবে আগল দিয়েছেন বি,সি,এস আর অনেক অনেক চাকরির পথে।

১৯৮৫ সনের বি,এ (পাস) পরীক্ষা থেকেই ইংরেজী ডিগ্রীতে বাধ্যতামূলক নয়। তাই এ বছর হতেই বি,এ (পাস) পাসের হার প্রায় দ্বিগুণে এসেছে (১৯৮৭--২২.৫% ১৯৮৫-৪১.৫%) কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে? বরং এদেরকেও বি,কম/বি,এস,সিদের মত করা হলো "চির ইংরেজী বিহীন"

ইংরেজী নায়ক অতিরিক্ত বোঝাটা ডিগ্রীর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিস্থাপিত করা হলো সত্য কিন্তু বি,সি, এস-এর সময় বাধ্যতামূলকভাবে বোঝাটাকে যখন চাপানো হয় তখন একবার ডিগ্রীতে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ে না কি?

সুকমলেন্দু মিত্র গণিত বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়,
কলেজ, ঢাকা।

পরীক্ষা পিছাবেন না

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আগামী ১৯ এবং ২০শে অক্টোবর '৮৭ ৪৮ ঘন্টাব্যাপী দলীয় হরতালের সিদ্ধান্তের কথা পত্রিকান্তরে জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে যাবতীয় হরতাল থেকে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ রাখতে সরকার মাদ্রাসা বোর্ড এবং উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছেন।

যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ডিগ্রী স্নাতক পরীক্ষার্থী তাদের ঐ দু'দিন পরীক্ষা আছে। যদি নিছক হরতালের অজুহাতে পরীক্ষা পিছানো হয় সেটা পরীক্ষার্থীদের জন্য দু'সংবাদ বই আর কিছু নয়। তাই হরতাল আহ্বানকারীদের অনুরোধ স্নাতক পরীক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করে হরতালের তারিখ পরিবর্তন করুন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে অনুরোধ পরীক্ষা পিছাবেন না, সময়মত পরীক্ষা নিন।

বহিরাগত পরীক্ষার্থী—
মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা (মনজু),
মালীপুর ভূঁয়া বাড়ী, ফেনী।